মেহেরপুরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধে আহত ৩, থানায় অভিযোগ

মেহেরপুরের শ্যামপুর ইউনিয়নের ঢুসারপাড়া গ্রামে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে মৃত আজাহার আলীর ছেলে মোঃ বানাত আলী (৬৫), তার ছেলে রফিকুল ইসলাম (৪৫) ও রফিকুল ইসলামের স্ত্রী মোছাঃ আলতাফন (৩৬) কে এলোপাতাড়ি মারধরের অভিযোগ উঠেছে।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে শ্যামপুর ইউনিয়নের ঢুসারপাড়া গ্রামের বর্গীপাড়া মাঠে এ ঘটনা ঘটে। আহত মোঃ বানাত আলী ও তার ছেলে রফিকুল ইসলামকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মোঃ বানাত আলী ও তার ছেলে রফিকুল ইসলাম বর্গীপাড়া মাঠের পশ্চিম পাশে নিজেদের ধানক্ষেতের ধানের বিচালি বাঁধার কাজ করছিলেন। এ সময় একই এলাকার মৃত আবু তালেবের ছেলে মোঃ মজিবার আলী (৪৫), মোঃ আমির আলীর ছেলে মোঃ ইব্রাহিম (২২), মৃত আবুল কাসেমের ছেলে মোঃ আশিকুর রহমান, মোছাঃ চম্পা খাতুন (৩৫), মোঃ আইয়ুব আলীর ছেলে মোঃ ঝন্টু (২৮) সহ অজ্ঞাত একজন ব্যক্তি পূর্ব শত্রুতার জেরে বাঁশের লাঠি, লোহার রড, কাঠের বাটাম, জিআই পাইপ ও ধারালো হাসুয়া নিয়ে ধানক্ষেতের জমিতে অনধিকার প্রবেশ করে।

আসামিরা মোঃ রফিকুল ইসলামের মাথায় ধারালো হাসুয়া দিয়ে কোপ দেয় এবং বাম হাত দিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলে কোপ তার বাম হাতের কব্জিতে লেগে গুরুতর জখম করে। এরপর তিনি মাটিতে পড়লে আসামিরা আরও এলোপাতাড়ি মারধর করে।

রফিকুল ইসলামের স্ত্রী মোছাঃ আলতাফন খাতুন ঘটনাস্থলে গেলে, আসামিরা তার পথ অবরোধ করে, গালাগালি করে, চুল টেনে ধরে এবং শ্লীলতা হানি করে মারধর করে। পরে স্থানীয়রা তাকে ভ্যানযোগে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে এবং ভর্তি করে।
বর্তমানে মোঃ রফিকুল ইসলাম ও তার স্ত্রী মোছাঃ আলতাফন খাতুন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন।

এ বিষয়ে অভিযুক্তদের কারো সাথে যোগাযোগ করা যায়নি।

এ বিষয়ে মেহেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওচি) শেখ মেজবাহ উদ্দিন বলেন, এ বিষয়ে ভুক্তভোগী থানায় অভিযোগ করেছেন এবং খুব শীঘ্রই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে সাংবাদিকদের মানহানির অভিযোগ, থানায় অভিযোগ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সাংবাদিকদের নামে ‘চাঁদাবাজি’ সংক্রান্ত মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভিডিও প্রকাশের অভিযোগে দুইটি ফেসবুক পেজের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাত ১০ টার দিকে মেহেরপুর জেলার গাংনী থানায় এই অভিযোগ দায়ের করেন সাংবাদিক মোঃ তোফায়েল হোসেন, সদস্য মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাব ও গাংনী সংবাদ ফেসবুক পেজের সম্পাদক।

অভিযোগে গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাব, গাংনী প্রেস ক্লাব, গাংনী রিপোর্টার্স ক্লাব এবং মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের আরও কয়েকজন সাংবাদিকের স্বাক্ষর রয়েছে।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, গত ২৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখ দুপুরে গাংনী উপজেলা পরিষদের গেটের সামনে কারাবন্দি রওশন মেলেটারির মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সাংবাদিকরা পেশাগত দায়িত্বে মানববন্ধনের সংবাদ সংগ্রহ শেষে দুপুরের খাবারের জন্য গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম কিছু অর্থ সহায়তা দেন ।

এসময় অজ্ঞাত এক ব্যক্তি গোপনে ভিডিও ধারণ করে তা ফেসবুক পেজ “Shahidul Islam” ও “Gangnir Chokh (গাংনীর চোখ)”-এ প্রেরণ করে। পরবর্তীতে ওই দুই পেজ থেকে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ‘চাঁদাবাজির টাকা ভাগাভাগি’ শিরোনামে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভিডিও পোস্ট করা হয়।

অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ভিডিওগুলো প্রকাশের মাধ্যমে সাংবাদিকদের পেশাগত, সামাজিক ও পারিবারিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে, যার ফলে মানহানি ও আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক পাঁচ কোটি টাকা বলে দাবি করা হয়েছে।

এছাড়া অভিযুক্ত পেজগুলোর বিরুদ্ধে এবং ভিডিও কোথায় থেকে ধারণ করা হয়েছে, সরেজমিনে তদন্ত করে ধারণকারীর পরিচয় উদঘাটনপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জানান, লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যাচাই-বাছাই শেষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় নকল জৈব সার উৎপাদনের অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে সরকারি অনুমোদন ও বৈধ লাইসেন্স ছাড়া ‘সান এগ্রো ফার্ম’ নামের একটি প্রতিষ্ঠান নকল জৈব সার ও কম্পোস্ট উৎপাদন ও বাজারজাত করার অভিযোগ। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতিদিন প্রায় ১৮০ থেকে ২০০ বস্তা সার নামিদামী কোম্পানির মোড়কে বিক্রি হচ্ছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, প্রতিষ্ঠানটিতে নেই কোনো সাইনবোর্ড বা বৈধ কাগজপত্র, কোন অনুমোদন। রাস্তার পাশে ফাঁকা জমিতে গোবরের শ’ শ’ বস্তা স্তূপ করা রয়েছে। কয়েকজন শ্রমিক সেখানে গরুর গোবর শুকিয়ে বস্তায় ভরে দিচ্ছেন। শ্রমিকদের অভিযোগ, এখানে থাকা সার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সংগ্রহ করে নিজেদের নামে বিক্রি করে। ফার্মের পাশের একটি ঘরের ওপর ইস্পাহানি এগ্রো লিমিটেড লেখা প্রায় একশ বস্তা রাখা অবস্থায় দেখা যায়।

স্থানীয় লিংকন নামের একজন বলেন, “এই বস্তাগুলো আমরা পিটিআই মোড়ের এগ্রো সল প্রজেক্টে পাঠাই। তৌফিক আংকেল ওনার মালের সঙ্গে মিক্স করে বিক্রি করেন। ইস্পাহানি কোম্পানির বস্তাগুলো

আসলে স্থানীয় আরেকটা ট্রেডার্সের মালিক দিয়ে গেছে।”

ফার্মের কর্মচারী নুহু নবী জানান, “আমি পাঁচ মাস ধরে এখানে কাজ করছি। ইস্পাহানি এগ্রো লিমিটেডের বস্তা প্রায়ই আসে। আমরা বস্তা ভর্তি ও সেলাই করি, পরে গাড়ি এসে নিয়ে যায়।”

প্রতিষ্ঠানের মালিক রকিবুল ইসলাম আকাশ বলেন, “আমি এগ্রো সল ও মন্ডল ট্রেডার্স থেকে কম্পোস্ট তৈরি শেখেছি। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ‘সান এগ্রো ফার্ম ফার্টিলাইজারের’ নামে ট্রেড লাইসেন্স নিয়েছি।” তবে তিনি সার উৎপাদনের জন্য কোনো সরকারি অনুমোদনপত্র বা পরিবেশ ছাড়পত্র দেখাতে পারেননি।

তিনি আরও জানান, “আমাদের উৎপাদিত সার পিটিআই মোড়ের এগ্রো সলসহ একাধিক ট্রেডার্স ক্রয় করে। ইস্পাহানি লিমিটেডের বস্তাগুলো তারাই দিয়েছিল। আমরা শুধু ভর্তি করে দিয়েছি।”

স্থানীয় কৃষকরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “নামিদামী কোম্পানির বস্তা দেখে আমরা সার কিনেছিলাম। কিন্তু জমিতে প্রয়োগের পর ফলন কমে গেছে। পরে বুঝি এটা আসল কোম্পানির নয়।”

কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকার গঠনের অননুমোদিতভাবে উৎপাদিত এসব সার মাটির জৈব গুণ নষ্ট করছে এবং ফসলের ক্ষতি করছে। তাছাড়া, ‘সান এগ্রো ফার্ম’-এ নেই কোনো মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, পরীক্ষাগার বা পরিবেশ সুরক্ষার সুবিধা।

কৃষি বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেন, অননুমোদিতভাবে উৎপাদিত এসব সার মাটির জৈব গুণ নষ্ট করছে এবং ফসলের ক্ষতি করছে। এছাড়া, ‘সান এগ্রো ফার্ম’-এ নেই কোনো মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, পরীক্ষাগার বা পরিবেশ সুরক্ষার সুবিধা।

তবে, স্থানীয় কৃষকদের অনেকেই দাবি করেন যে, স্থানীয় কৃষি অধিদপ্তরের ঊন্নাষিকতায় বছরের পর বছর ধরে নকল জৈব সার উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে।

মেহেরপুরে ব্যবসার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে একজন গ্রেফতার

পার্টনারশিপ ব্যবসার নামে কোটি টাকার বেশি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে মোঃ জুলু মিয়া (৫৩) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের আকুল শেখের ছেলে।

এর আগে তার বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার কুলপালা গ্রামের শাহ্ আল ইমরান (৪০) থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।

অভিযোগে বলা হয়, বাদী শাহ্ আল ইমরান ব্যবসায়িক পার্টনারশিপের নামে বিভিন্ন সময়ে বিবাদী জুলু মিয়ার হাতে মোট ১ কোটি ৪ লাখ টাকা প্রদান করেন। পরবর্তীতে চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসার লভ্যাংশ ও হিসাব না দিয়ে জুলু মিয়া অর্থ আত্মসাৎ করেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

অভিযোগের পর পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং গত শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে অভিযান চালিয়ে নতুন বাস টার্মিনাল থেকে জুলু মিয়াকে আটক করে। আসামিকে আদালতের মাধ্যমে হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

ঝিনাইদহে পুত্রবধূকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ, শ্বশুর আটক

ঝিনাইদহের শৈলকূপায় শ্বশুরের ধারালো বটির আঘাতে লিমা বেগম (২৯) নামের এক পুত্রবধুর মৃত্যু হয়েছে। লিমা বেগম আব্দুর রবের স্ত্রী এবং মুকুল শেকের পুত্রবধু।

আজ রোববার ভোর ৫টার দিকে উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের পাইকপাড়া

গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত শ্বশুর মানসিক প্রতিবন্ধী মুকুল শেখকে আটক করেছে পুলিশ। মরদেহটি উদ্ধার করে প্রথমে শৈলকূপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা যায়, ভোর ৫টার দিকে ঘুম ভাঙ্গলে নিজ ঘর থেকে বাড়ির উঠানে যান লিমা বেগম। তখন উঠানে দাঁড়িয়ে থাকা মুকুল শেখ তার হাতে থাকা বটি দিয়ে ছেলের স্ত্রীর শরীরে আঘাত করেন। সেসময় চিৎকারে অন্যরা ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে শৈলকূপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শৈলকূপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আরিফুর রহমান জানান, ওই গৃহবধূকে আমরা মৃত অবস্থাতেই পেয়েছি। তার বুকের উপরের অংশে ধারালো অস্ত্রের আঘাত ছিল। ধারণা করা হচ্ছে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে এবং তীব্র আঘাতে অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে।

শৈলকূপা থানার উপ-পরিদর্শক আব্দুল মান্নান বলেন, এ ঘটনায় মুকুল শেখকে আটক করা হয়েছে। মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর মর্গে পাঠানো হয়েছে। মুকুল শেখ মানসিক ভারসাম্যহীন বলেও অনেকে জানিয়েছে।

ঝিনাইদহে মসজিদের জমি বিক্রির অভিযোগ সভাপতি ও ইমামের বিরুদ্ধে

ঝিনাইদহে মসজিদের জমি ইমাম ও মসজিদ কমিটির কথিত সভাপতির বিরুদ্ধে গোপনে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের প্রমাণ পেয়ে গত বুধবার বিকালে এলাকার লোকজন ও মসজিদ কমিটির লোকজন মিটিং করে ইমামকে চাকরিচ্যুত ও সভাপতিকে অপসারণ করেছে।

ঘটনাটি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাগান্না ইউনিয়নের আমেরচারা বাজারে অবস্থিত বাইতুল মামুর জামে মসজিদের।

আমেরচারা বাজারের দোকান মালিক সদস্যরা জানিয়েছেন, আমেরচারা বাজারে অবস্থিত বাইতুল মামুর জামে মসজিদের ইমাম রবিউল ইসলাম ও মসজিদ কমিটির সভাপতি সদর আলী এই মসজিদের নামে রেজিস্ট্রি ১৬ শতক জমি সানা উল্লাহ নামে এক প্রবাসীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। কমিটির অন্য সদস্যদের না জানিয়ে বিক্রিত জমি ক্রেতার নামে মসজিদের পক্ষে রেজিস্ট্রিও করে দিয়েছেন সদর আলী। মোটা টাকা ঘুষের মাধ্যমে সদর সাব রেজিস্ট্রি অফিস বেআইনীভাবে এই রেজিস্ট্রি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে বলেও অভিযোগ তুলছেন ভুক্তভোগীরা।

মসজিদের মৌখিক কমিটির সভাপতি সদর মন্ডল দাতা হিসেবে এই জমি সদর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে জমির দলিলে স্বাক্ষর করেছেন(দলিল নং- ১০৯৪০/২৫)। দলিল লেখক আমিনুল ইসলাম(সনদ নং-৭২) এই দলিল প্রস্তুত করেন এবং সাবরেজিস্ট্রার মোস্তাক হোসেন এই দলিল রেজিস্ট্রি করেন।

মসজিদ কমিটির সেক্রেটারী আরজান আলী জানান, সাগান্না গ্রামের মরহুম শুকুর আলীর তিন ওয়ারিশ সুফিয়া খাতুন, আলেয়া পারভীন ও শাহীনা পারভীন ৪৩ নং সাগান্না মৌজার ২৫-১৯৫৬ খতিয়ানের ২১২২ দাগের ১৬ শতক ধানী জমি মসজিদের নামে দান পত্র করে দেন ২০২৩ সালের ৪ জুলাই। এই জমি গোপনে মসজিদ কমিটির অন্য কাউকে না জানিয়ে সভাপতি সদর আলী ও ইমাম রবিউল ইসলাম মিলে গত সেপ্টেম্বর মাসের ২৫ তারিখে প্রবাসী সানা উল্লা নামের এক ব্যক্তির নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়ে টাকা আত্মসাৎ করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের না জানিয়ে একটি রেজুলেশন তৈরি করেছেন সদর আলী ও ইমাম রবিউল ইসলাম যা মসজিদের রেজুলেশন খাতায় অন্তুর্ভুক্ত নেই। নতুন দলিলে জমির মূল্য ধরা হয়েছে ২ লাখ ৯৪ হাজার। কিন্তু মসজিদ ফান্ডে এই টাকা জমা হয়নি।

জমি ক্রেতা সানা উল্লার পিতা আকবার আলী বলেন, ২০২০ সালে মসজিদ কমিটির তৎকালীন সভাপতি-সেক্রেটারির কাছ থেকে তিনি ১ লাখ ২০ হাজার টাকায় এই জমি কিনেছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন হয়ে গেলেও রেজিস্ট্রি করে দিচ্ছিল না।

গত সেপ্টেম্বর মাসে আমার ছেলের নামে মসজিদ কমিটির বর্তমান সভাপতি সদর আলী দাতা হিসেবে জমি রেজিস্ট্রি করে দিয়েছেন।

আকবার আলী ২০২০ সালে এই জমি কেনার কথা বললেও অনুসন্ধান করে

জানাগেছে, ২০২৩ সালের ৪ জুলাই ৮৯৭০ নং দলিলে আলেয়া পারভীন, শাহীনা পারভীন ও সুফিয়া খাতুন মসজিদকে এই জমি দান করেন।

আরজান আলী জানিয়েছেন, ২০২৪ সালের ১ জুনের পরে মসজিদের আর কোন রেজুলেশন হয়নি। কমিটির সেক্রেটারী হিসাবে রেজুলেশন খাতা তার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আগের কমিটি ভেঙে দিয়ে মৌখিক ভাবে আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটিতে সভাপতি হন সদর আলী এবং আমি পূনরায় সেক্রেটারী নির্বাচিত হই। এর আগের কমিটিতে সভাপতি ছিলেন মিজানুর রহমান নামের আরেক ব্যক্তি। নতুন কমিটি গঠনের পরে কোন রেগুলেশন করা হয়নি। রেজুলেশন খাতা বের করে তিনি প্রমাণও দেখান।

সদর আলী বলেন, সমস্যা মিটে গেছে। বুধবার মিটিং হয়েছে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে জমি ক্রেতাকে টাকা ফেরত দেয়া হবে। কাউকে না জানিয়ে গোপনে কেন রেজিস্ট্রি করে দিলেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি অল্প কিছুদিন সভাপতির দায়িত্ব নিয়েছি। এই জমি অনেক আগের কমিটির সভাপতি-সেক্রেটারি মিলে বিক্রি করে রেখে গেছে। আমি কয়েক মাস দায়িত্ব নিয়েছি। ক্রেতা আমাদের কাছে জমি রেজিস্ট্রির দাবি তুললে কমিটির অন্য সবাই বলেছিল জমির সমস্যার সমাধান করা হবে। কিন্তু কোন রেজুলেশন করা হয়নি বলেও তিনি স্বীকার করেন।

মসজিদের ইমাম রবিউল ইসলাম অভিযোগের বিষয়ে কোন বক্তব্য দিবেন না বলে জানান। তার যা বক্তব্য তা মিটিংয়ে সবার সামনে বলবেন বলে জানান।

দলিল লেখক আমিনুল ইসলাম ভুয়া রেজুলেশনে জমির রেজিস্ট্রির সত্যতা স্বীকার করে বলেন, আমার কাছে মসজিদের ইমাম ও সভাপতি এসে যে কাগজ পত্র দিয়েছে সেই আলোকে আমি দলিল প্রস্তুত করেছি। তবে আমিও পরে বুঝতে পেরেছি রেজুলেশনটি ভুয়া।

তবে ঝিনাইদহ সদর সাব রেজিস্ট্রার মোস্তাক হোসেন বলেছেন, একটি রেজুলেশনের ভিত্তিতে জমি রেজিস্ট্রি করেছি। এই রেজুলেশন সঠিক না ভুল সেটা আদালত প্রমাণ করবে। তবে এই দলিল রেজিস্ট্রির সাথে অনৈতিক লেনদেনের অভিযোগটি সঠিক নয় বলে তিনি দাবি করেন। দলিল লেখক অনিয়ম ও অসত্য তথ্য উপস্থাপন করলে তার লাইসেন্স বাতিল করা হবে।

গাংনীতে মহিলা জামায়াত নেত্রীদের ওপর হামলার অভিযোগ, আহত ২

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের মানিকদিয়া বড় মসজিদপাড়া এলাকায় মহিলা জামায়াত নেত্রীদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিএনপি নেতার অনুসারীদের বিরুদ্ধে।

গতকাল বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে দাওয়াতি কার্যক্রম চলাকালে এ ঘটনা ঘটে। এতে মহিলা জামায়াতের দুই সদস্যা আহত হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে মহিলা জামায়াতের কয়েকজন নেত্রী এলাকায় দাওয়াতি কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছিলেন। এ সময় স্থানীয় বিএনপি নেতা হাফিজুর রহমান (আসাদুল ইসলামের ছেলে) ও আমতৈল গ্রামের মৃত সাত্তারের ছেলে বিল চান্দ তাদের ওপর অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং হাতে থাকা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে আঘাত করেন। এতে হালিমা খাতুন ও জাহিরুন্নেছা নামে দুইজন মহিলা জামায়াত নেত্রী আহত হন। আহতদের স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

আহত হালিমা খাতুন জানান, “আজ আমাকে আঘাত করা হয়েছে, তবে দুই দিন আগেও ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি নিজে আমাকে গালিগালাজ করে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন। তিনি আমাদের দাওয়াতি কাজ বন্ধেরও নির্দেশ দেন।”

ঘটনার সময় উপস্থিত ইউনিয়ন জামায়াতের তদারককারী রমেলা খাতুন বলেন, “আমরা রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। হঠাৎ দুই মোটরসাইকেল আরোহী এসে আমাদের গালিগালাজ শুরু করে এবং বাঁশের কঞ্চি দিয়ে আঘাত করে। এতে আমাদের দুইজন সদস্যা আহত হয়।”

অভিযোগের বিষয়ে ষোলটাকা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা মনিরুজ্জামান মনি বলেন, “ঘটনার বিষয়ে আমি কিছুই জানতাম না। এলাকায় গোলমাল হয়েছে শুনে সেখানে গিয়েছিলাম। আমার বিরুদ্ধে

মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে। কেউ আমার নাম ব্যবহার করে কিছু করলে আমার করার কিছু নেই। পরে আমি মহিলা নেত্রীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছি এবং যারা এ কাজ করেছে তাদের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “খবর পাওয়ার পর হেমায়েতপুর ক্যাম্পের ইনচার্জকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

গাংনী প্রাণী সম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন বিক্রয়ের অভিযোগ

মেহেরপুর গাংনী উপজেলা প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা. আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে সরকারি বরাদ্দকৃত লাম্পি স্কিন (এলএসডি) ভ্যাকসিন বিক্রয়ের অভিযোগ উঠেছে।

ডা. আলাউদ্দিন গাংনী উপজেলা প্রাণীসম্পদ ভেটেরিনারি হাসপাতালে যোগদানের পর থেকে গোপনে সরকারি বরাদ্দকৃত ঔষধ ও বিভিন্ন ভ্যাকসিন খামারিদের নিকট থেকে ৩ হাজার ৭০০ টাকা করে নিয়ে এই ভ্যাকসিন সরবরাহ করেছেন বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগীরা।

গাংনী উপজেলা প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর ভেটেরিনারি হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন খামারে গরুর সংখ্যা ৫৮ হাজার ৩৬৫টি, খাসি ছাগলের সংখ্যা ১ লাখ ৩ হাজার ৮৬৯টি, ছোট ছাগলের সংখ্যা ১৪ হাজার ৭৭০টি, ভেড়ার সংখ্যা ২ হাজার ৯১৭টি এবং মহিষের সংখ্যা ৬৫২টি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলা প্রাণীসম্পদ হাসপাতালে সরকারিভাবে লাম্পি স্কিন (এলএসডি) রোগে আক্রান্ত হয়ে হাজার হাজার গরুর মৃত্যু হচ্ছে।

ভাইরাসজনিত এই রোগে আক্রান্তের মধ্যে ছোট বাছুরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। রোগটি দ্রুত ছড়িয়ে যাওয়ায় গরু-বাছুর নিয়ে

দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন খামারিসহ এলাকার হাজার হাজার কৃষক।

সরকারি বরাদ্দকৃত ভ্যাকসিন না পেয়ে অনেক খামারী অতিরিক্ত দামে বাইরে থেকে ভ্যাকসিন ক্রয় করে গরুকে দিচ্ছেন। আর এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন ডা. আলাউদ্দিন এমন অভিযোগ খামারিদের। অভিযোগ রয়েছে, তিনি বিভিন্ন ফার্মেসিতে বিশেষ সুবিধা নিয়ে গোপনে ওই ঔষধ সরবরাহ করে থাকেন।

প্রতিষেধক হিসেবে সরকারিভাবে প্রাণীসম্পদ হাসপাতালে (এলএসডি) ভ্যাকসিন বরাদ্দ দিলেও, বিভিন্ন অজুহাতে লাম্পি স্কিন ডিজিজের জন্য সরকারি কোনো ভ্যাকসিন নেই বলে খামারিদের বিদায় করছেন প্রাণীসম্পদ অফিসের ওই কর্মকর্তা।

গাংনী উপজেলায় পৌরসভাসহ ৯টি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার খামারী ও কৃষকের ঘরে প্রায় ২ লাখ গরু-বাছুর রয়েছে। বর্তমানে সেখানে লাম্পি স্কিন রোগের প্রাদুর্ভাব দিন দিন বাড়ছে।

এর মধ্যে কাজিপুর ইউনিয়নের কাজিপুর, হাড়াভাঙ্গা, সাহারনগর, ষোলটাকা ইউনিয়নের কাষ্টদহ, জুগিরঘোফা, ষোলটাকা, মিনাপাড়া, সাহারবাটি ইউনিয়নের ধর্মচাকী, ভোমরদহ, হিজলবাড়ি, ধানখোলা ইউনিয়নের কসবা, যুগিন্দা, ভাটপাড়া গ্রাম এলাকায় রোগটির প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি।

এদিকে স্থানীয় কয়েকজন কৃষক জানিয়েছেন, লাম্পি স্কিন রোগ (এলএসডি) ছড়িয়ে পড়ায় খামারিসহ এলাকার হাজারো কৃষক চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। সরকারি হাসপাতালে ভ্যাকসিন না পেয়ে তাদের অনেকের মনে এখন ‘লাম্পি আতঙ্ক’ বিরাজ করছে। অনেক খামারী বাইরে থেকে ৩ হাজার ৭০০ টাকা দরে ক্রয় করছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় কয়েকজন গরু খামারী জানান, উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তার যোগসাজশে প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আলাউদ্দিন সরকারি ঔষধ গোপনে বিভিন্ন ফার্মেসির কাছে দিয়ে সরকারি ভ্যাকসিন ও ঔষধ বিক্রি করে আসছেন।

এছাড়াও সরকারি বেতনভুক্ত প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা চিকিৎসাপত্রে নামমাত্র কোম্পানির ঔষধ এবং ভিটামিন পণ্য লিখে খামারিদের সঙ্গে প্রতারণা করছেন।

ভুক্তভোগী খামারিরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এ বিষয়ে উপজেলা প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা. আলাউদ্দিন বাইরে ঔষধ ও ভ্যাকসিন বিক্রয়ের কথা অস্বীকার করে বলেন, “আমি কোনো ভ্যাকসিন বাইরে বিক্রয় করিনি। যদি কেউ বলে থাকে, সেটা মিথ্যা বলেছে। সরকারি বরাদ্দকৃত ভ্যাকসিন বিনামূল্যে খামারিদের দেওয়া হচ্ছে। টাকা নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।”

সরকারি ভ্যাকসিন বাইরে বিক্রয়ের ব্যাপারে জানতে চাইলে উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোত্তালেব আলী বলেন, “চলতি বছর এই প্রথম লাম্পি স্কিন (এলএসডি) ভ্যাকসিন সরকারিভাবে বরাদ্দ পেয়েছি। ৫ হাজার ৪০০ ডোজের মধ্যে ৪ হাজার ৪৯৬ ডোজ গরুকে দেওয়া হয়েছে। বাকি ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ চলমান রয়েছে। বিনামূল্যে গরু খামারিদের এই ডোজ দেওয়া হয়েছে।”

সরকারি ভ্যাকসিন বরাদ্দ পাওয়ার আগে জরুরি প্রয়োজনে কেউ কেউ ৩ হাজার টাকা বা তার বেশি দামে ভ্যাকসিন ক্রয় করে থাকতে পারেন, যা আমার জানা নেই। গাংনী পশু হাসপাতালে টাকা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

তিনি আরও বলেন, “প্রকল্পভুক্ত খামারির সংখ্যা ৮৪০ জন, এর মধ্যে রেজিস্টার্ড ভুক্ত খামারিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত খামারির বাইরেও এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সরকারি ঔষধ বাইরে বিক্রয়ের কোনো সুযোগ নেই। যে সকল গরুকে দেওয়া হয়েছে, সেই সকল খামারির তালিকা আমাদের কাছে আছে। আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন, যদি কোনো কর্মকর্তা ভ্যাকসিন বাইরে বিক্রি করে টাকা নেয়। আর যদি কেউ প্রমাণ দিতে পারে, তাহলে তার বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

দামুড়হুদায় গ্যাস ট্যাবেলট দিয়ে পুকুরের মাছ মেরে ফেলার

অভিযোগ

দামুড়হুদার কেশবপুর গ্রামে রাতের আধারে গ্যাস ট্যাবলেট দিয়ে পুকুরের মাছ মেরে ফেলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে কেশবপুর গ্রামের সরকারি প্রাইমারি স্কুলের সামনে অবস্থিত প্রায় ৫ বিঘা পুকুরের মাছ মেরে দেয় দূর্বৃত্তরা। এতে প্রায় ৬ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

এ ঘটনায় পুকুরের মালিক কেশবপুর গ্রামের আবুল মল্লিকের ছেলে আব্দুর রফিক বাদী হয়ে অজ্ঞাত ব্যাক্তিদের নামে দামুড়হুদা মডেল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, আব্দুর রফিক একজন মৎস চাষী। দামুড়হুদা থানাধীন কেশবপুর গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের সম্মুখে প্রায় ০৭ বিঘা জমিতে একটি পুকুর রয়েছে সেখানে প্রায় ০৫ বিঘা জলকর আছে। সেখানে ০৭ বছর যাবৎ আব্দুর রফিক ঐ পুকুর লীজ গ্রহণ করে মাছ চাষ করে আসছে। সেই সুবাদে গত বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক সাড়ে ৮ টার সময় দামুড়হুদা থানাধীন কেশবপুর গ্রামস্থ প্রাইমারী স্কুলের সম্মুখে পুকুরটি দেখাশোনা করে নিজ বাড়িতে চলে আসে। গতকাল শুক্রবার ভোর আনুমানিক সাড়ে ৫ টার সময় পুকুরে এসে দেখে যে, গ্যাস ট্যাবলেট ও বিষ প্রয়োগ করে কে বা কাহারা পুকুরের সমুদয় মাছ মেরে ফেলেছে। যার আনুমানিক মূল্য ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ)টাকা।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীর বলেন, এ বিষয়ে একটা অভিযোগ পাওয়া গেছে তদন্ত স্বাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনী হাসপাতালের চিকিৎসক ফারুকের বিরুদ্ধে অন্তহীন

অভিযোগ

দীর্ঘদিন ধরে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাঃ ফারুক হোসেনের বিরুদ্ধে অন্তহীন অভিযোগ তুলেছেন রোগী ও তার স্বজনরা। তবে অদৃশ্য কারণে এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোন ব্যবস্থা নেয়নি সংশ্লিষ্টরা।

ইতোপূর্বে মেহেরপুর প্রতিদিনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে ডাঃ ফারুক হোসেনের বিরুদ্ধে টেস্ট বাণিজ্য, রোগী ও তার স্বজনদের সাথে দুর্ব্যবহার সহ নানান বিষয়ে সংবাদ প্রকাশের পর তদন্ত কমিটি গঠন করে স্বাস্থ্য বিভাগ। কিন্তু ৩ সদস্য বিশিষ্ট সেই তদন্ত কমিটিতে থাকা ব্যক্তিরা অভিযোগকারী না পাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছিলেন।

তবে ডাঃ ফারুক হোসেন ভবিষ্যতে আর কখনো এমন কাজ করবেন না সেটিও উল্লেখ ছিল ওই তদন্ত প্রতিবেদনে। কিন্তু সেই তদন্তের কয়েক মাস না ঘুরতে আবারো তার বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ উঠেছে। বেশ কয়েকদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ডাঃ ফারুক হোসেন এর বিরুদ্ধে তার পছন্দের মোল্লা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে টেস্ট করে না নেওয়াই রোগীর সাথে দুর্ব্যবহার, প্রেসক্রিপশন ছিড়ে ফেলা, ভুল চিকিৎসা দেওয়া, চেম্বারের মধ্যে ধূমপান করা সহ নানান বিষয়ে অভিযোগ তুলেন ভুক্তভোগীরা।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে এসে আদিল নামের এক শিশু রোগীর অভিভাবকের সঙ্গে অমানবিক আচরণের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ করেছেন আদিলের মা ইসমোতারা। ইসমোতারা তার অসুস্থ সন্তানকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়েছিলেন।

অভিযোগে জানা যায়, গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে অভিযোগকারী তাঁর ছেলে আদিলকে নিয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আউটডোর বিভাগে যান। সেখানে তিনি নির্ধারিত ফি দিয়ে টিকিট কেটে ডা. ফারুক হোসেনের চেম্বারে প্রবেশ করেন। চিকিৎসক কিছু পরীক্ষা- নিরীক্ষার পরামর্শ দেন এবং জানান, নির্দিষ্ট একটি স্থান মোল্লা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু অভিযোগকারী তাঁর পরিচিত রবি ক্লিনিকে পরীক্ষাগুলো করান এবং রিপোর্ট নিয়ে চিকিৎসকের কাছে ফেরত আসেন।

ভুক্তভোগীর অভিযোগ, রিপোর্ট হাতে নিয়ে ডা. ফারুক হোসেন বলেন,

“আমি যেখানে যেতে বলেছি সেখানে না গিয়ে দালালদের পাল্লায় পড়ে রবি ক্লিনিকে পরীক্ষা করালে কেন?” এরপর চিকিৎসক ক্ষিপ্ত হয়ে রোগীর আউটডোর টিকিট ছিঁড়ে ফেলেন।
তিনি অভিযোগে আরও বলেন, “আমি মানসিকভাবে ভীষণ কষ্ট পেয়েছি। একজন সরকারি চিকিৎসকের কাছ থেকে এমন আচরণ । ভবিষ্যতে যেন এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে জন্যই আমি এই অভিযোগ করেছি।”

গতকাল রবিবার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উপস্থিত হয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নওপাড়া গ্রামের ইসমোতারা উপরোক্ত লিখিত অভিযোগ করেন।

এছাড়াও অসংখ্য ভুক্তভোগী অভিযোগ করেন, ডাঃ ফারুক হোসেন মোল্লা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অবসরে চেম্বার করেন। গাঙ্গে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডিউটির সময় তিনি সকল রোগীকে মোল্লা ডায়াগনস্টিকে টেস্ট করতে যেতে বলেন। মোল্লা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে টেস্ট না করলেই তিনি রোগীদের সাথে দুরব্যবহার ও অমানবিক আচরণ করেন। অনেকেই বলেন মোল্লা ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে তিনি একটি মোটা অংকের টেস্ট বাণিজ্য করেন। সেজন্যই তিনি এমন আচরণ করেন রোগী ও তার স্বজনদের সাথে।

অভিযোগের বিষয়ে ডাক্তার ফারুক হোসেন বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছি। আমার বিরুদ্ধে কেউ কেউ মিথ্যা প্রোপাগান্ডা শুরু করেছে। আমি সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহ আল আজিজ বলেন “লিখিত অভিযোগ পেয়ে ইতোমধ্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”